যুগান্তর

তারিখ ... 05 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩ .....

শিক্ষা সচিবের থাকল শুধু চেয়ার

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

'এতদিন' যানিকটা হলেও 'ক্ষমতা' ছিল তার। এখন পরিপত্র, নীতিমালা, আইন জারি এবং জনমতের জন্যও কোনো কিছু ওয়েবসাইটে প্রদর্শনে তাকে অনুমোদন নিতে হবে মন্ত্রীর। মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রথম শ্রেণীর কোনো কর্মকর্তাকে পদায়নে তার যে ক্ষমতা ছিল তাও ছেঁটে ফেলা হয়েছে। মন্ত্রীর অগোচরে শিক্ষা আইনের খসড়া প্রকাশের পর শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খানসহ মন্ত্রণালয়ের দফতর প্রধানদের নিয়ে এমনই একটি নির্দেশনা জারি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর ফলে সচিব পর্যায়ে যেসব ফাইল অনুমোদন হতো, এখন বাধ্যতামূলকভাবে তা মন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে। সায় মিললেই তা পাবে অনুমোদন। ২৬ অক্টোবর গোপনীয়ভাবে নিজের একান্ত সচিব নাজমুল হক খানের স্বাক্ষরে এ লিখিত নির্দেশনা জারি করেন শিক্ষামন্ত্রী, যা মন্ত্রণালয়ের সব দফতর প্রধানদের পাশাপাশি সচিবকে অবহিত করতে তার একান্ত সচিবকে অনুলিপি দেয়া হয়। মন্ত্রীর লিখিত নির্দেশনার অনুলিপি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের হাতে রয়েছে।

এর আগে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে জটিলতার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করে নজরুল ইসলামের কর্তৃত্ব খর্ব করে জুলাই মাসে মন্ত্রণালয়ে একটি নির্দেশনা জারি করেন শিক্ষামন্ত্রী। ওই নির্দেশনায় মন্ত্রীর অগোচরে এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের সব কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এর ৪ মাস পর পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এবং এ নিয়ে বিভিন্ন মহলের কঠোর সমালোচনার মধ্যেই প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তি বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ না নিয়ে ২০ অক্টোবর শিক্ষা আইনের খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এরপর প্রশ্ন ফাঁসের আইনে 'ছাড়'— শিরোনামে খবর প্রকাশ করে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। অন্য গণমাধ্যমেও এ নিয়ে সংবাদ হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সমালোচনার মুখে খসড়া আইন প্রকাশের ৭ দিনের মাথায় তা প্রত্যাহার করে নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।